সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তোর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে এনবিআর কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬৬ কোটি টাকা। পাঁচ দশকের ব্যবধানে (অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০) এই রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১৩০৪ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিরন্তর পরিশ্রম করে এ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করেছে। এ বিশাল অর্জনে ব্যবসায়িক সংগঠনসহ সকল ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের সহযোগিতাকে এনবিআর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" নীতির আওতায় একটি আধুনিক "ডিজিটাল এনবিআর" প্রতিষ্ঠাসহ কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে VAT Online Project, শুল্ক ভবন ও বৃহৎ স্থল শুল্ক স্টেশনে অনলাইনভিত্তিক ASYCUDA World সফটওয়্যার স্থাপন, National Single Window, e-TIN ব্যবস্থা প্রবর্তন, e-Filing এবং e-Payment ব্যবস্থা চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় উন্নয়ন অর্থায়ন সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের (SDG) জন্য যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ১৭ নং লক্ষ্যমাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে রাজস্ব প্রশাসনকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর আওতায় সকল উন্নয়ন কার্যক্রম অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করার ঐতিহাসিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থের যোগান বাড়াতে হবে এবং আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হলে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকারের পক্ষে এই রাজস্ব আহরণের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর এর হলেও সকলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সেটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। জনগণের দেয়া রাজস্ব যেন কেউ ফাঁকি দিতে না পারে সে জন্য আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে। আশাকরি, সকলের সহযোগিতায় স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সক্ষম হবে।

পরিশেষে, যে সকল সহকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় রাজস্ব আহরণের মতো দুরুহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদেরকে এবং এ প্রতিবেদন সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম